বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী
Bangladesh 50

আত্মনির্ভরতার প্রতীক

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা ২০২২

এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম

টেকসই আগামীর জন্য, জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

৮ মার্চ ২০২২

স্বনির্ভরতার প্রতীক
২০২২

আমি দেখেছি আমার জীবনে যে নারী তার স্বামীকে এগিয়ে দেয় নাই, সে স্বামী জীবনে বড় হতে পারে নাই। আপনারা এমনভাবে গড়ে উঠুন যে আপনারা এমন মা হবেন, এমন বোন হবেন যে আপনাদের আদর, আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের মনের যে সচেতনতা তাই দিয়ে ভবিষ্যৎ বংশধরকে গড়ে তুলবেন।

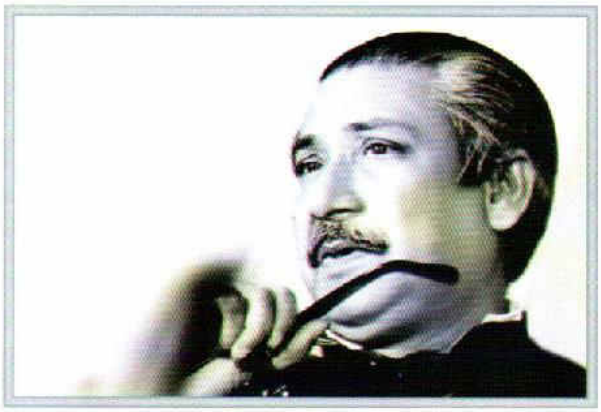

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

(২৬ মার্চ ১৯৭২
আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়
মহিলা ক্রীড়া সংস্থার অনুষ্ঠানে)

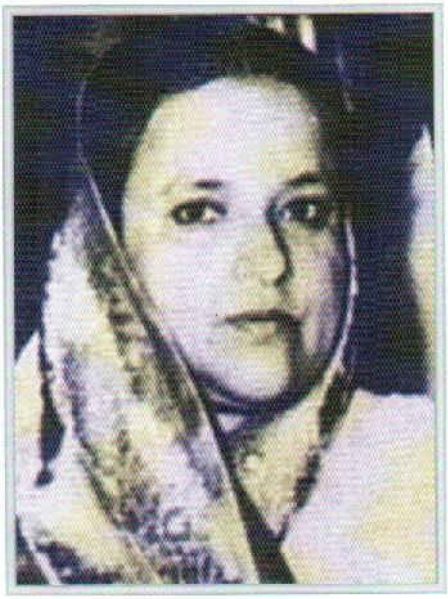

তুমি মানুষের জন্য সারা জীবন কাজ করো, কাজেই কী বলতে হবে তুমি জানো। এত কথা, এত পরামর্শ কারও কথা শুনবার তোমার দরকার নেই। এই মানুষগুলির জন্য তোমার মনে যেটা আসবে, সেটা তুমি বলবা।

- বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব

(বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদানের প্রক্কালে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতির পিতাকে যেভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষায়।)

নারী নীতিমালা প্রণয়ন, নারী উন্নয়ন, কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণ, দরিদ্র-অবহেলিত নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা এবং সর্বোপরি তৃণমূলের প্রান্তিক জনপদ থেকে শুরু করে সকল স্তরে নারীর ক্ষমতায়ন বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারেও 'রোল মডেল'-এর খ্যাতি এনে দিয়েছে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
(বেগম রোকেয়া দিবস ও
বেগম রোকেয়া পদক ২০১৬ প্রদান অনুষ্ঠানে)

নারী-পুরুষের সম্মিলনেই কেবল পৃথিবীর গুণগত পরিবর্তন আসতে পারে। নারীদের জন্য সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠাতা করতে না পারলে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। নারীদের প্রণোদনা দিতে হবে।

মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

(এলজিইডি আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১-এ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে।)

প্রকাশকাল

২৩ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৮ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদনা

মোঃ আহসান হাবিব
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি
ও
সভাপতি, এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম

তথ্য সংগ্রহ

সালমা শহীদ
প্রকল্প পরিচালক
ও
সদস্য সচিব, এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম

অক্ষর বিন্যাস

মো. খালেকুজ্জামান শামীম

গ্রাফিক্স ডিজাইন

মোঃ ফয়সাল ভুইয়া
ক্রাফটসম্যান কর্পোরেশন
craftsmanletter@gmail.com
৫৪, ফকিরাপুল, ঢাকা ১০০০

প্রকাশনা: এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম
প্রকাশনা সহায়তা: মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার, এলজিইডি

সূচিপত্র

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২	১২
নারীর ক্ষমতায়ন ও এলজিইডি	১৩
এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম	১৪
স্বনির্ভরতার প্রতীক ২০২২	১৫
শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০২২: পল্লি উন্নয়ন সেক্টর	১৬
হেনা বেগম	১৮
মদিনা বেগম	২০
মোছাম্মৎ আমেনা বেগম	২২
মোছাম্মৎ হাসনা বেগম	২৪
শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০২২: নগর উন্নয়ন সেক্টর	২৬
জাহানারা খাতুন	২৮
অর্চনা ঠাকুর	৩০
মোসাম্মৎ রেখা	৩২
শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০২২: পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	৩৪
লুনা কবির	৩৬
লালবানু	৩৮
সালমা নজরুল	৪০
আছমা আক্তার	৪২
আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এলজিইডির প্রকাশনা	৪৪
এলজিইডিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন ২০২১	৪৬
সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০২২	৪৮
যে সকল প্রকল্প সহায়তায় শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী নির্বাচিত হয়েছে	৫০
আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য: ২০১০-২০২২	৫১

নারীর ক্ষমতায়ন ও এলজিইডি

গ্রামীণ দুস্থ নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্যই মূলত এলজিইডিতে নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের শুরু। ১৯৮৫ সালে ফরিদপুরে পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় পল্লি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে মাটির কাজে পুরুষের পাশাপাশি দুস্থ নারীদের সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে এই কার্যক্রম শুরু হয়। একই সময়ে নগর এলাকায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প এবং পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পেও নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পর্যায়ক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনে উন্নয়ন কাজে নারীদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো হয়।

পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নীতি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে এলজিইডিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম। প্রণয়ন করা হয়েছে জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা। এই কর্মপরিকল্পনা প্রতি পাঁচ বছর পর পর হালনাগাদ করা হয়।

নারী উন্নয়নে এলজিইডির কার্যক্রম সুবিধাবঞ্চিত দুস্থ ও অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে শক্ত ভিত রচনা করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলো হলো- নির্মাণশ্রমিক হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি; গ্রামীণ হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি; পৌরসভার নগর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি), ওয়ার্ড কমিটি এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)-তে নারীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টিতে অবদান রাখা; নারীকেন্দ্রিক সংগঠন পরিচালনা; গ্রামীণ হাটবাজারে নারীদের জন্য দোকান বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সহায়ক পরিবেশ তৈরি।

শ্রমিক হিসেবে পাওয়া মজুরি এবং এলসিএস সদস্য হিসেবে কাজের লভ্যাংশ থেকে পাওয়া অর্থ নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষভাবে সহায়তা করছে। তাঁরা উদ্যোগী হয়ে গবাদীপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, শাকসবজি চাষ, দর্জির কাজসহ নানা ধরনের আয়বর্ধক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। অনেকে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকে চাষাবাদের জন্য জমি কিনেছেন, বাড়িঘর বানিয়েছেন। অসহায় ও দুস্থ নারীদের সম্পদে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি নারীরা মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। নিশ্চিত হয়েছে বিশুদ্ধ খাবার পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, পেয়েছেন বিদ্যুৎ ও বিনোদন সুবিধা।

এলজিইডির জীবনমান উন্নয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণ নারীদের অর্থনৈতিক কর্মক্রম পরিচালনায় দক্ষ ও নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলি বিকশিত করেছে। এসব নারীরা স্থানীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, দুর্যোগ প্রতিরোধ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করছেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে অনেকে নির্বাচিত হয়েছে। বেড়েছে তাদের সামাজিক মর্যাদা। নারী নির্যাতন ও বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ ও শিশু জন্মনিবন্ধনে রাখছেন বিশেষ ভূমিকা। অনেকক্ষেত্রে এসকল আত্মনির্ভরশীল নারীরা অন্য সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করছেন।

নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে অভিলক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তা অর্জনে এলজিইডি হবে গর্বিত অংশীদার।

এলজিইডি
জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম

উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে এলজিইডি প্রতিষ্ঠা করে মহিলা প্রকৌশলী ফোরাম, যা ১৯৯৬ সালে মহিলা ফোরাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এবং এর ভিত্তিতে প্রণীত খসড়া জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে এলজিইডির সকল কার্যক্রমে জেন্ডার উন্নয়ন বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার লক্ষ্যে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম। এই ফোরামের মূল উদ্দেশ্য ছিল জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে এলজিইডির প্রকল্পগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন, সচেতনতা বৃদ্ধি, নতুন নতুন উদ্ভাবন ও শুদ্ধচর্চা।

২৫ সদস্য বিশিষ্ট এ ফোরামের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী। একজন জ্যেষ্ঠ নারী কর্মকর্তা ফোরামের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এলজিইডির বিভিন্ন ইউনিট ও প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ ফোরামের সদস্য। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ফোরামের সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ফোরামের তত্ত্বাবধানে এলজিইডির জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও এর ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতি পাঁচবছর পরপর কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়। প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন, এলজিইডির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া নারীদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী নির্বাচন ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁদের সম্মাননা দিয়ে থাকে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম।

এলজিইডিতে জেন্ডারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সম্প্রতি এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় "ইন্সটিটিউশনালাইজিং জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন এলজিইডি" শিরোনামে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি এলজিইডিতে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

স্বনির্ভরতার প্রতীক ২০২২

স্বাধীনতার পর গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এদেশের নারীরা বিভিন্ন ভাবে অবদান রেখেছেন, বিশেষ করে শ্রমের মাধ্যমে প্রান্তিক নারীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিরন্তর সহায়তা করেছেন। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশে নারী শ্রমিকদের অবদান অনস্বীকার্য। পোশাক শিল্প ছাড়াও কৃষি, অকৃষি কিংবা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশে শ্রমজীবী নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রান্তীক নারীরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত হয়ে একদিকে যেমন দেশের প্রগতিতে অবদান রাখছেন একই সঙ্গে নিজেদের ভাগ্যেরও পরিবর্তন করছেন।

এলজিইডির পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে অনেক নারী আজ স্বাবলম্বী। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে শ্রমিক হিসেবে প্রাপ্ত মজুরির সঞ্চয়কৃত অর্থ এবং অনেকক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের পথে হেঁটে পৌঁছে গেছেন ভিন্ন উচ্চতায়। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী নারীদের ২০১০ সাল থেকে সম্মাননা দিয়ে আসছে এলজিইডি। এর উদ্দেশ্য অন্য নারীদের উৎসাহিত করা, যাতে তাঁরাও স্বাবলম্বী হওয়ার অনুপ্রেরণা পান এবং দেশ থেকে দারিদ্র্য বিলোপ করার সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজতর হয়। ২০১০ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত মোট ১১৬ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। সম্মাননা হিসেবে দেওয়া হয় নগদ অর্থ, ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র। প্রতি বছরের ন্যায় এলজিইডি এ বছরও পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের ১১ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীকে সম্মাননা দিচ্ছে।

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০২২

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর
প্রথম
হেনা বেগম

নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার মদনপুর ইউনিয়নের মলাং গ্রামের অধিবাসী হেনা বেগম (৪২)। জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য গড়ে নিয়েছেন। তৈরি করেছেন আত্মনির্ভরতার মসৃণ পথ। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২ (আরইআরএমপি-২)-এর আওতায় চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য হিসেবে কাজের সুযোগ পান। এতে তার ভাগ্য খুলে যায়, হয়ে ওঠেন স্বাবলম্বী।

হেনা বেগম (৪২) নেত্রকোণা সদর উপজেলার মদনপুর ইউনিয়নের মনাং গ্রামের অধিবাসী। তিনি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাড়াশোনার সুযোগ পান। পারিবারিক দারিদ্র্যের কারণে ১৪ বছর বয়সেই তার বিয়ে হয়ে যায়।

অসুস্থতার জন্য তার স্বামী কাজকর্ম করতে পারতেন না, সংসার চালানোর ভার পড়ে হেনা বেগমের ওপর। পাঁচ সদস্যের সংসারে দুমুঠো ভাতের জন্য ছিল নিরন্তর লড়াই। বাধ্য হয়ে তিনি অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ শুরু করেন।

এমন এক প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২ (আরইআরএমপি-২)-এর আওতায় হেনা বেগম দুস্থ ও পরিবার প্রধান হিসেবে 'ক' ক্যাটাগরিতে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য নির্বাচিত হন।

পল্লি সড়কে কাজ করার সুযোগের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয় তার জীবনের নতুন দিগন্ত। প্রকল্পের আওতায় দৈনিক মজুরি ১৫০ টাকার মধ্যে ১০০ টাকা হারে মাস শেষে ৩ হাজার টাকা তুলে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করেন। দৈনিক মজুরির অবশিষ্ট ৫০ টাকা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। এতে চার বছরে তার সঞ্চয় দাঁড়ায় ৭৮,৮০০ টাকা।

প্রকল্পের আওতায় হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু পালন, বসতভিটায় শাকসবজি চাষ, পুকুরে মাছচাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি উপজেলা কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ পান।

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সঞ্চিত অর্থের কিছু অংশ বিনিয়োগ করে দুটি গরু কেনেন, পাশাপাশি হাঁস-মুরগি পালন শুরু করেন। ধীরে ধীরে তার ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করে।

গরু ও হাঁস-মুরগি বিক্রি করে সন্তানদের লেখাপড়া, স্বামীর চিকিৎসা শুরু করেন। বসতভিটাসহ চাষাবাদের জন্য জমি ক্রয় করেন।

এলজিইডির পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২ (আরইআরএমপি-২) শীর্ষক প্রকল্পে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে কাজের সুযোগ তার জীবন বদলে দিয়েছে।

আজ তিনি একজন আত্মনির্ভরশীল নারী। জীবন সংগ্রামে সফল এ নারী তার অনন্য সাফল্যের জন্য এলজিইডির প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২-এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে হেনা বেগম প্রথম স্থান অধিকার করেন।

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর দ্বিতীয় (যৌথভাবে)

মদিনা বেগম

মদিনা বেগম (৪১) নেত্রকোণা সদর উপজেলার চল্লিশা ইউনিয়নের সেওড়া বিষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) -এর পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২ (আরইআরএমপি-২) -এর আওতায় চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য নির্বাচিত হন। গ্রামীণ সড়কে কাজ করার সুযোগের মধ্য দিয়ে নিজের ভাগ্য গড়েছেন। স্বাবলম্বী হয়ে অন্যের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন।

মদিনা বেগম (৪১) নেত্রকোণা সদর উপজেলার চল্লিশা ইউনিয়নের সেওড়া বিষ্ণুপুর গ্রামের বাসিন্দা। পারিবারে আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর পেরুনোর আগেই মাত্র ১৩ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়ে যায়। তিনি পরপর তিনটি সন্তানের মা হন। এর কিছুদিন পর স্বামী তাকে ছেড়ে চলে যান। তিন শিশু সন্তান নিয়ে শুরু হয় বেঁচে থাকার নতুন লড়াই।

এমনই দুঃসময়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২ (আরইআরএমপি-২)-এর আওতায় মদিনা বেগম দুস্থ ও পরিবার প্রধান হিসেবে 'ক' ক্যাটাগরিতে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য নির্বাচিত হন। শুরু হয় তার নতুন সংগ্রামী জীবন।

প্রকল্পের আওতায় হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু পালন, বসতভিটায় শাকসবজি চাষ, পুকুরে মাছচাষ ইত্যাদি নানাবিধ আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী দৈনিক মজুরির এক তৃতীয়াংশ অর্থ বাবদ ৫০ টাকা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংকে সঞ্চয় করতে হয়। প্রকল্প শেষে চার বছরে এই সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৭৮,০০০ টাকা।

প্রকল্প শেষে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান এবং সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করে তিনি প্রথমে একটি উন্নত জাতের গাভি কেনেন। গাভির দুধ বিক্রি করে মদিনা বেগম ছাগল কেনেন। বছরে গাভিটি একটি করে বাছুর জন্ম দিতে থাকে; ছাগলের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। গরুর দুধ ও ছাগল বিক্রি করে মদিনা বেগম স্বচ্ছল জীবনের দেখা পান। এসময় তিনি বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ ও হাঁস-মুরগি পালন শুরু করেন। সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য স্কুলে পাঠাতে থাকেন। বসতভিটাসহ চাষাবাদের জমি ক্রয় করেন।

নিরলস পরিশ্রম এবং এলজিইডির পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২ (আরইআরএমপি-২) শীর্ষক প্রকল্পে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে কাজের সুযোগ পেয়ে মদিনা বেগম নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন।

আজ তিনি একজন স্বাবলম্বী নারী এবং অন্য প্রান্তিক নারীদের কাছে অনুকরণীয় আদর্শ। তার এ সাফল্যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২-এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে মদিনা বেগম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

অত্যন্ত পরিশ্রমী ও নির্ভীক এই নারী তার সাফল্যের ভিত রচনায় এলজিইডির অবদানকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন।

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর
দ্বিতীয় (যৌথভাবে)
মোছাম্মৎ আমেনা বেগম

মোছাম্মৎ আমেনা বেগম গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার ফজলপুর ইউনিয়নের খাটিয়ামারী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ঢাকায় রাজমিস্ত্রির জোগালির কাজ করতেন। করোনা মহামারির কারণে সরকার লকডাউন ঘোষণা করলে তিনি গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হন। এতে তার জীবন-জীবিকা সংকটের মুখে পড়ে। এসময় এলজিইডির অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে দুস্থ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সুযোগ পান। আমেনা বেগমের জীবনের অনিশ্চিয়তা কেটে যায়। পর্যায়ক্রমে তিনি আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠেন।

মোছাম্মৎ আমেনা বেগম গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার ফজলপুর ইউনিয়নের খাটিয়ামারী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ঢাকায় নির্মাণশ্রমিকের সহযোগী হিসেবে কাজ করতেন। এতে তার সংসার কোনো রকমে চলে যেতো। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি শুরু হলে ২০২০ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশেও তা ছড়িয়ে পড়ে। এ মহামারি মোকাবেলায় সরকার সারাদেশে লকডাউন ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। ফলে সব ধরনের নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আমেনা বেগম গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

কর্মহীন আমেনা বেগম দু'সন্তান নিয়ে চরম সংকটে পড়ে যান। এসময় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে দুস্থ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) প্রকল্পের আওতায় তিনি গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সুযোগ পান। প্রকল্প থেকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ফলে আমেনা বেগমের জীবন-জীবিকার অনিশ্চিয়তা কাটতে শুরু করে।

চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে আমেনা বেগমের দৈনিক মজুরি ছিল ২৫০ টাকা, যার মধ্যে ৮০ টাকা বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হিসেবে ব্যাংকে জমা হতে থাকে। ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ এবং ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে তিনি পঞ্চাশ শতাংশ জমি বন্ধক এবং দশ শতাংশ খাস জমি ইজারা নিয়ে বিভিন্ন ফসল চাষ শুরু করেন। একই সঙ্গে একটি গাভি ক্রয় করেন। জমির ফসল ও দুধ বিক্রির ফলে তার আয় বৃদ্ধি পায়। এরপর তিনি দুটি ছাগল ক্রয় করেন।

তিনি নিজস্ব আয় থেকে নিয়মিত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করছেন। বসবাসের জন্য দুটি ঘর নির্মাণ করেছেন। বাড়িতে সোলার প্যানেল ও নলকূপ বসিয়েছেন। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সাজিয়েছেন সংসার। ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২-এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে আমেনা বেগম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

প্রভাতী প্রকল্পের সহযোগিতা আত্মবিশ্বাসী ও পরিশ্রমী আমেনা বেগমের চলার পথ যেমন মসৃণ করেছে, পাশাপাশি ঢাকার কঠোর পরিশ্রমের জীবন থেকেও মুক্তি দিয়েছে। এজন্য তিনি এলজিইডির প্রভাতী প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জনপ্রতিনিধি হয়ে এলাকার পিছিয়ে পড়া নারীদের কল্যাণে কাজ করতে চান আমেনা বেগম। চরাঞ্চলের নদীভাঙন রক্ষায় নেতৃত্ব দিতে চান। মোছাম্মৎ আমেনা বেগম জীবন সংগ্রামে টিকে থাকা এক সফল নারী এবং এলাকার পিছিয়ে থাকা নারীদের কাছে সাফল্যের প্রতীক।

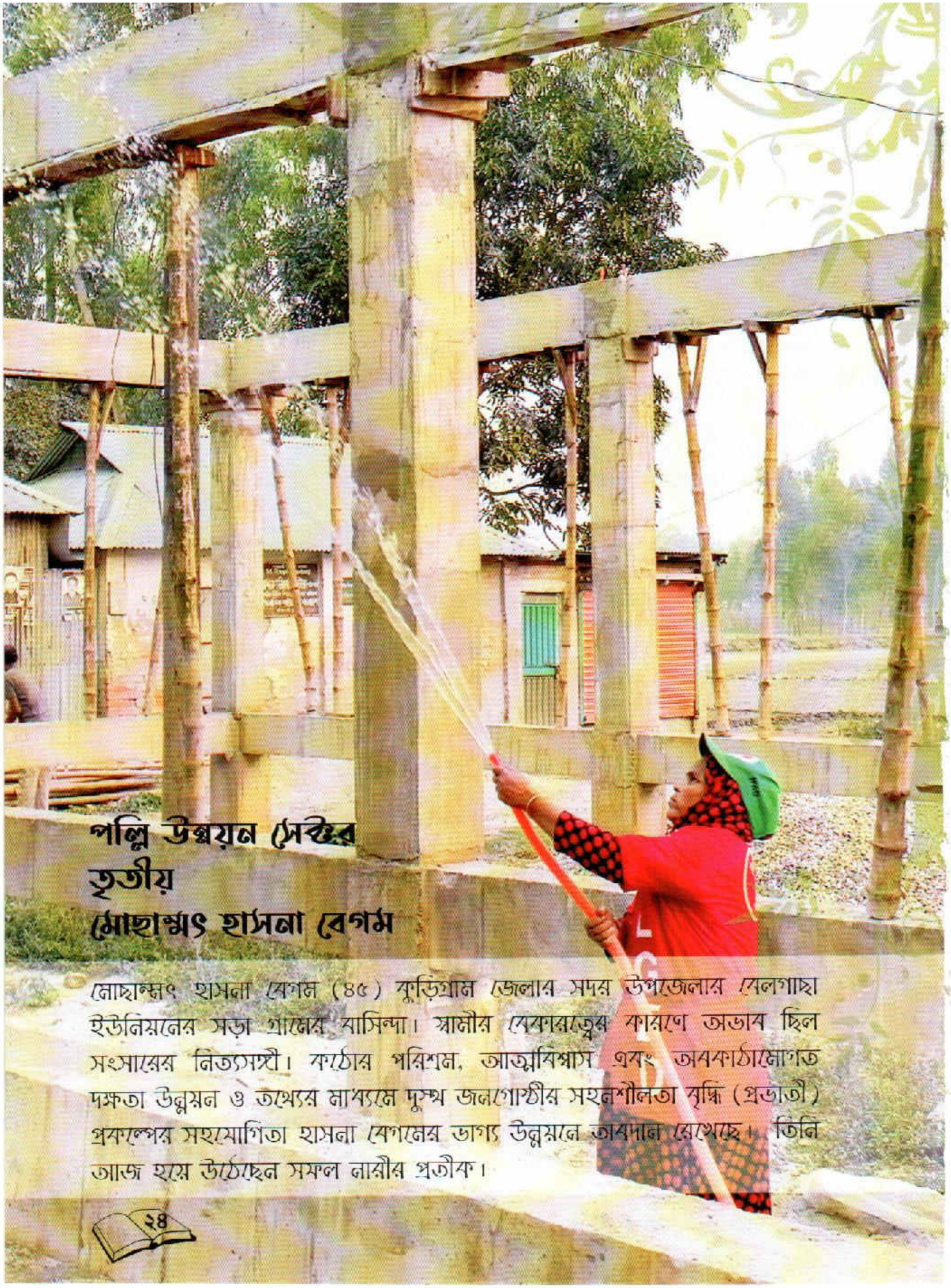

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর
তৃতীয়
মোছাম্মৎ হাসনা বেগম

মোছাম্মৎ হাসনা বেগম (৪৫) কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলার বেলগাছা ইউনিয়নের সড়া গ্রামের বাসিন্দা। স্বামীর বেকারত্বের কারণে অভাব ছিল সংসারের নিত্যসঙ্গী। কঠোর পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস এবং অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে দুস্থ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) প্রকল্পের সহযোগিতা হাসনা বেগমের ভাগ্য উন্নয়নে অবদান রেখেছে। তিনি আজ হয়ে উঠেছেন সফল নারীর প্রতীক।

কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলার বেলগাছা ইউনিয়নের সড়া গ্রামের বাসিন্দা মোছাম্মৎ হাসনা বেগম (৪৫) দরিদ্র পরিবারের সন্তান। ১৭ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। স্বামী ছিলেন বেকার। বিয়ের পর তিনি তিন সন্তানের মা হন। অভাব ছিল পরিবারের নিত্যসঙ্গী।

স্বামী অনিয়মিতভাবে শ্রমিকের কাজ শুরু করেন; কিন্তু তাতে সংসার স্বচ্ছলভাবে চলছিল না। পরিবারের সদস্যদের ভাত-কাপড়ের আশায় হাসনা বেগম উপার্জনের পথ খুঁজতে থাকেন। অবশেষে এলজিইডির অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে দুস্থ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পান হাসনা বেগম।

২০২০ সালের জুন মাসে যতিনের হাট উন্নয়নে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন হাসনা বেগম। এসময় তিনি সামাজিক ও কারিগরি বিষয়, এলসিএস ব্যবস্থাপনা, করোনাকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পুষ্টি নিরাপত্তাসহ সঞ্চয় ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা থেকে নারী অধিকার, নেতৃত্ব ও বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন।

এলসিএস সদস্য হিসেবে ৩৫,০০০ টাকা সঞ্চয় করতে সক্ষম হন। পাশাপাশি ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) থেকে ৫৬ হাজার টাকা ঋণ নেন। সঞ্চিত অর্থ ও ঋণের টাকায় পিঠা তৈরির ব্যবসা শুরু করেন। পাশাপাশি উন্নত হাজল পদ্ধতিতে দেশি মুরগির বাচ্চা উৎপাদন এবং ছাগল পালন শুরু করেন। একই সঙ্গে ধান কেনা-বেচার ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করেন।

ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে তার ভাগ্যের চাকা। অর্জিত আয়ে তিনি টিনের ঘর বানিয়েছেন। বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল স্থাপন করেছেন। স্বর্ণালংকার ক্রয় করেছেন, ব্যবসায়ীক যোগাযোগের জন্য দুটো মোবাইল ফোন কিনেছেন। এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২-এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে হাসনা বেগম তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

এলজিইডির প্রভাতী প্রকল্পের আওতায় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে কাজের সুযোগ হাসনা বেগমের ভাগ্য বদলে দিয়েছে। এজন্য তিনি এলজিইডি ও প্রভাতী প্রকল্পকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন। হাসনা বেগম বর্তমানে এলাকায় একজন সফল নারীর প্রতীক হয়ে উঠেছেন। প্রান্তিক নারীরা তার সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন।

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০২২

নগর উন্নয়ন সেক্টর

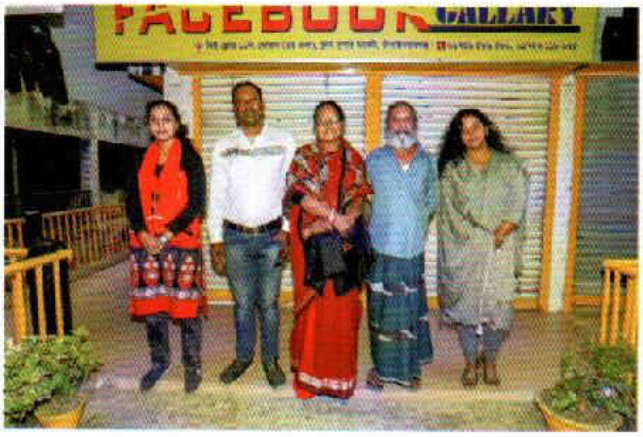
FACEBOOK GALLARY

I ♥ VE
TO TRAVLE
WITH TO!!
JENNIFER

নগর উন্নয়ন সেক্টর
প্রথম
জাহানারা খাতুন

জাহানারা খাতুন দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে এগিয়ে চলা একজন আত্মনির্ভরশীল নারী। জীবন চলার পথে তাঁর স্বপ্নগুলো হোঁচট খেয়েছে বার বার। তবু ভেঙে না পড়ে সংগ্রাম চালিয়ে জয় করেছেন দারিদ্র্য। অস্বচ্ছল কৃষক পরিবারে জন্ম নেওয়ায় লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি। ২০১১ সালে এলজিইডি বাস্তবায়িত নগর বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট- 'নবদীপ' প্রকল্প কর্মীদের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। প্রকল্প সহায়তায় দর্জির কাজ ও স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শুরু হয় পোশাক তৈরির কাজ। সংসারে ফিরিয়ে আনেন স্বচ্ছলতা।

ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম গোদারিয়ায় জাহানারা খাতুনের বাড়ি। অস্বচ্ছল কৃষক পরিবারে জন্ম হওয়ায় লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি। এসএসসি পরীক্ষার সময় বিয়ে হয়ে যায়। স্বামীর রোজগার বলতে তেমন কিছু নেই। এরই মধ্যে দুই সন্তানের মা হন তিনি। চারজনের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। জাহানারাও আয়ের পথ খুঁজতে থাকেন। গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন ফুলপুর উপজেলা সদরে। প্রাইভেট পড়িয়ে কষ্টে তখনকার দিনগুলো কাটছিল। এসময়ে ফুলপুর পৌরসভায় এলজিইডি বাস্তবায়িত নবিদেপ প্রকল্প সহায়তায় দর্জির প্রশিক্ষণ নেন জাহানারা। প্রকল্প থেকে সেলাই মেশিন ও দশ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এমন এক সময়ে তার স্বামী হৃদরোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার খরচ, বাচ্চাদের লেখাপড়া আর সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন জাহানারা। তবু ভেঙে না পড়ে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা ধার নিয়ে কাপড় কিনে দর্জির কাজ শুরু করেন। এতে তাঁর আয় বাড়তে থাকে।

২০১২ সালে ফুলপুর পৌরসভার নবীদেপ প্রকল্প সহায়তায় প্রশিক্ষণ নিয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন বানানো শুরু করেন। পাশপাশি কাপড়ে নকশির কাজও করতে থাকেন। ধীরে ধীরে তার তৈরি পণ্য জেলা পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ব্যবসায়ীরা তার কাছে পোশাকের অর্ডার দেন। বর্তমানে দুইজন নারী কর্মী নিয়োগ দিয়েছেন তিনি। পৌর এলাকায় চার শতাংশ জমি কিনে বাড়ি করেছেন। টিভি, ফ্রিজসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কিনেছেন। বাড়িতে নলকূপ স্থাপন করেছেন। বড় ছেলে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে, ছোট ছেলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ছে। বর্তমানে তিনি নানান সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত।

জীবনের উত্তাল স্রোতের মাঝেও শক্ত হাতে হাল ধরতে সহযোগিতা করায় জাহানারা খাতুন এলজিইডির প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁর সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২-এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে নগর উন্নয়ন সেক্টরে জাহানারা খাতুন প্রথম স্থান অধিকার করেন।

নগর উন্নয়ন সেক্টর
দ্বিতীয়
অর্চনা ঠাকুর

অর্চনা ঠাকুর চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার বাসিন্দা। কিশোরী অর্চনার যখন বইয়ের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে স্কুলে যাবার কথা, তখন তাকে কাঁধে নিতে হয়েছিল সংসারের বোঝা। দিনমজুর স্বামীর সামান্য আয়, অনাহারে-অর্ধাহারে দিনযাপন, স্বামীর দুর্ঘটনা, শাশুড়ির অসন্তোষ মিলিয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ঘুরে দাঁড়াতেই হবে এমন প্রত্যয় নিয়ে শুরু করেন জীবন সংগ্রাম। সে সংগ্রামের পথ ছিল বন্ধুর। কিন্তু সব প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে একনিষ্ঠ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি জয়ী হয়েছেন। এখন পিছিয়ে পড়া নারীর কাছে তিনি সাফল্যের এক আলোকশিখা।

১৯৮২ সালে এসএসসি পাশ করে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় কিশোরী অর্চনা ঠাকুরকে। দিনমজুর স্বামীর সামান্য আয়ে, অনাহারে-অর্ধাহারে চলছিল জীবন। দুর্ঘটনায় পড়ে স্বামী শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিন সন্তানের মা অর্চনাকে সংসারের খরচ জোগাতে কাজে নামতে হয়। ঠোঙ্গা তৈরি, চকলেট মোড়ানো, বিড়ি বাঁধা শ্রমিকের কাজ শুরু করেন। এতে তেমন আয় হতো না। একটি বেসরকারি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন; কিন্তু মাসিক বেতন মাত্র তিনশত আশি টাকা। তখন ভাতের মাড়, কখনও খালি পেটেই বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে হয়েছে। প্রচণ্ড শীতে বিছানার অভাবে ঘরে খড় বিছিয়েছেন।

২০১৬ সালে অর্চনা চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভায়, তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের সন্ধান পান। তিনি দর্জি কাজের ওপর তিন মাসের প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁকে একটি সেলাই মেশিন দেওয়া হয়। বাড়িতে দর্জির কাজ শুরু করেন। এসময় নকশিকাঁথা সেলাই, বাটিক-বুটিক বিষয়েও প্রশিক্ষণ নেন। তার হাতের কাজ নজর কাড়ে, অর্ডার বাড়তে থাকে। এরপর স্থানীয় ক্লাব সুপারমার্কেটে দোকান ঘর ভাড়া নিয়ে নারীদের দর্জি কাজের ওপর প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন।

বাল্যবিয়ের কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে ছিটকে পড়লেও অর্চনা ২০০৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। এখন দর্জির কাজে মাসে প্রায় বার হাজার টাকা আয় হয়। স্কুলেও বেতন বেড়েছে। পাঁচটি সেলাই মেশিন ও দুটি লকমেশিন কিনেছেন। ১২জন নারী তার সহযোগী। তিনি নিয়মিত সঞ্চয় করতে পারেন। দেড়কাঠা জমি কিনেছেন। ঘর বাড়ি সাজিয়েছেন। বড় ছেলে ব্যবসা ও দুই মেয়ে চাকুরি করছেন। তিনি স্থানীয় ঝরেপড়া শিশুদের স্কুলমুখী করেছেন। জীবন বদলে দেওয়ার মাধ্যম হওয়ায় তিনি এলজিইডিকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন। অনন্য এ সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২-এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে নগর উন্নয়ন সেক্টরে অর্চনা ঠাকুর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

নগর উন্নয়ন সেক্টর তৃতীয় রেখা

সংসারে নিত্য অভাবের পাশাপাশি স্বামীর চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া রেখা যখন সাহায্য পাওয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছেন, তখন আত্মীয়-পরিজন অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। স্বামী, সংসার, সন্তান-সন্ততি নিয়ে পড়ে যান অকূল পাথারে। অসহায়ত্বের কাছে সমর্পিত রেখা একসময় হারিয়ে ফেলেন বেঁচে থাকার শেষ আশাটুকুও। সেই নারীই যখন অদম্য মনোবল নিয়ে ঘুরে দাঁড়ান, ফিরিয়ে আনেন সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য, মাথা উঁচু করে আবার বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেন নতুন করে, তখন এই রেখা হয়ে ওঠেন 'অপরাজেয়'। কঠোর পরিশ্রম আর দৃঢ় মনোবল তাকে দিয়েছে নতুন জীবন।

রেখা জয়পুরহাট পৌরসভার মাদারগঞ্জের আনন্দনগর এলাকা বাসিন্দা। রিকশাভ্যান মেকার বাবার সংসারে ছিল আর্থিক অনটন। মাত্র তের বয়সে বিয়ে হয় তার। স্বামী পৌরসভার পরিচ্ছন্নকর্মী। স্বামীর আয়ে মোটামুটি চলছিল সংসার। দুটি সন্তান তখন স্কুলে। এমন সময় অন্ধকার নেমে আসে তার জীবনে। রেখার স্বামী রোগে আক্রান্ত হয়ে কাজের সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন রেখা। বাসাভাড়া, সংসার খরচ, বাচ্চাদের পড়াশোনা নিয়ে রেখা দিশেহারা। তখন তাদের অনেকদিন না খেয়ে থাকতে হয়েছে। এমন সময় ২০১৫ সালে তিনি জানতে পারেন জয়পুরহাট পৌরসভায় এলজিইডি বাস্তবায়িত তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের কথা।

প্রকল্পটি থেকে রেখা দর্জির কাজের তিন মাসের প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে পাওয়া সেলাইমেশিন এবং দশ হাজার টাকা দিয়ে শুরু করেন জীবনের সাফল্যের অধ্যায়। পোশাক তৈরির কাপড় কিনে বাড়িতে শুরু করেন কাজ। অল্পসময়ের ব্যবধানে হয়ে ওঠেন একজন দক্ষ দর্জি। এরপর তিনিই দর্জি প্রশিক্ষক হয়ে ওঠেন। ব্যাচভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স ফি থেকে আয় বাড়তে থাকে। সংসারে আসে স্বচ্ছলতা। সম্প্রতি তিন শতাংশ জমি কিনে আধাপাকা বাড়ি করেছেন। বাইশ শতাংশ আবাদি জমি লিজ নিয়ে ফসল ফলান। তার দুটি গরু ও চারটি ছাগল আছে। প্রতিমাসে তিনি কিছু টাকা সঞ্চয় করেন।

রেখার দুটি সন্তানের মধ্যে ছেলে জয়পুরহাট কৃষি কলেজে ডিপ্লোমা কোর্সে আর মেয়ে অনার্সে অধ্যয়নরত। ইতিমধ্যে মেয়ের বিয়েও দিয়েছেন। তিনি স্থানীয়দের কাছে একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত। অসহায় নারীদের নানান ভাবে সহায়তা করেন। জীবনের চরম দুর্দিনে সুপরামর্শ ও সহায়তা পাওয়ায় রেখা এলজিইডির প্রতি কৃতজ্ঞ। জীবন সংগ্রামে লড়াই চালিয়ে জয়ী হওয়ায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২-এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে নগর উন্নয়ন সেক্টরে মোসাম্মৎ রেখা তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০২২

পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

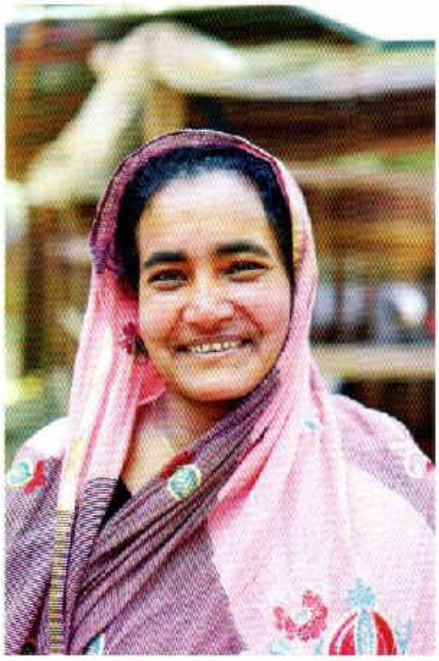

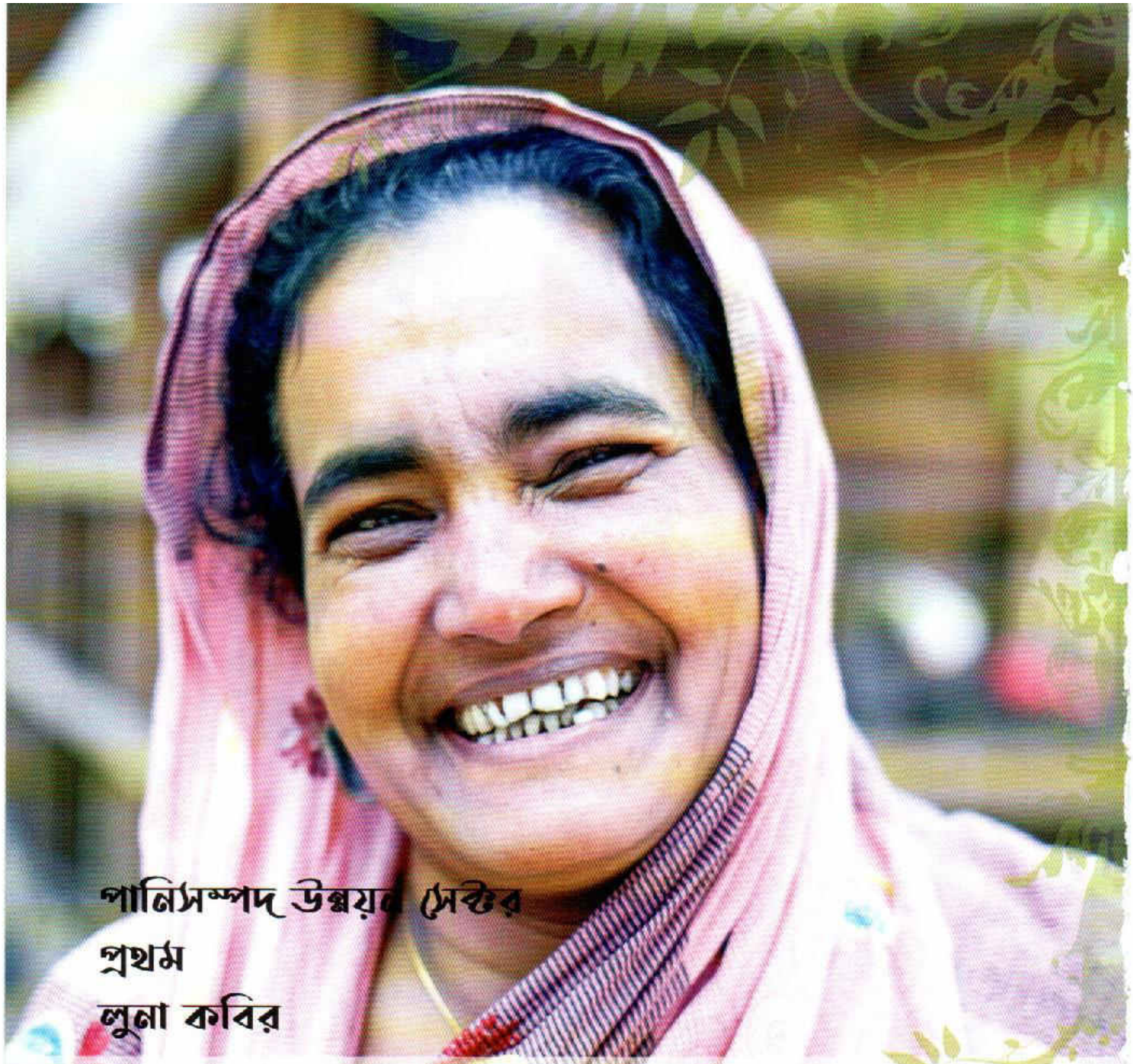

পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর
প্রথম
লুনা কবির

লুনা কবির মাদারীপুর জেলার আলীনগর ইউনিয়নের দক্ষিণ কানাইপুর গ্রামের সন্তান। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে স্বামীর হঠাৎ মৃত্যুতে একজন প্রতিবন্ধীসহ তিন সন্তানের সংসারে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। সেই দুর্দিনে নিজ গ্রামেই দেখা পান এলজিইডির পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের পালরদী আলীনগর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির দুজন সংগঠকের। সমিতির সদস্য পদ লাভ করে প্রশিক্ষণ এবং সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে কিনলেন সেলাই মেশিন। এক যুগের পরিশ্রমে তিনি এখন স্বাবলম্বী নারীর দৃষ্টান্ত। তার আগামীর স্বপ্ন একটি বড় খামার গড়ার।

'একদিন হঠাৎ কবির হেসেনের বুকে প্রচণ্ড ব্যথা উঠলো। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পাওয়া গেল না। দু'ঢোক পানি পান করে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।' স্বামীর মৃত্যু মুহূর্তের ছবিটা লুনা কবিরের চোখের সামনে এখনও জ্বলজ্বল করে। গত ১৩ বছরে চারপাশের অনেক কিছুই বদলে গেছে; কিন্তু সেই মুহূর্তটি একইরকম আছে। লুনা কবিরের কাঁধে একজন প্রতিবন্ধীসহ তিন সন্তানের সংসার। হাত একদম শূন্য, কোনো সঞ্চয় নেই, নেই জমি বা উপার্জন।

স্বামীর মৃত্যুর পর লুনা কবির আর্থিক সহযোগিতা পাননি কোনো দিক থেকে। স্বামী ঢাকায় একটি গার্মেন্টস-এ কাজ করতেন। স্বামীর তিন মাসের বকেয়া বেতন উঠানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তার পিতা বা শ্বশুর বাড়ির অবস্থাও ভালো নয়। প্রতিবন্ধী ছেলের মাসিক ভাতা আর হাঁস-মুরগি বিক্রি করে শুরুতে ভীষণ কষ্টে দিন পার করতে হয়েছে।

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নের দক্ষিণ কানাইপুর নিজ গ্রামেই হঠাৎ দেখা পান এলজিইডির পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের পালরদী আলীনগর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির দুজন সংগঠকের। তাদের সহযোগিতায় তিনি সমিতির সদস্য হন। সমিতির উদ্যোগে দর্জির কাজ ও গবাদি পশু লালনপালনের প্রশিক্ষণ নেন। এরপর সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে কেনেন সেলাই মেশিন। চারদিকে তার কাজের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। সংসারের দৈনন্দিন খরচ মেটানোর পর সঞ্চয়ের কিছু টাকা এবং পুনরায় কিছু টাকা ঋণ নিয়ে কিনলেন গরু ও ছাগল। এরপর থেকে জীবন বদলে যেতে শুরু করে লুনা কবিরের।

লুনা কবির তার সন্তানদের লেখাপড়া শিখাতে পেরেছেন। মেয়ে মাস্টার্স পাস করেছে, বিয়েও দিয়েছেন। ছোট ছেলে এবার এসএসসি পরীক্ষা দেবে। বাড়িতে সেমিপাকা ঘর করেছেন। গরু-ছাগলের ফার্ম দিয়েছেন। তিনি পালরদী আলীনগর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির লিমিটেডের নির্বাহী কমিটির কোষাধ্যক্ষ। ইউনিয়ন পরিষদের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য। নিজেই তিনি সেলাই ও ছাগল পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন।

লুনা কবির আজ স্বনির্ভর। তার জীবন সংগ্রামের সহযোগী হিসেবে এলজিইডির পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। নানান প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে স্বচ্ছলতা অর্জনে সফল হয়ে তিনি এখন অসহায় নারীদের কাছে আশার আলো। তার এ অনন্য সাধারণ সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২-এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি উন্নয়ন সেক্টরে লুনা কবির প্রথম স্থান অধিকার করেন।

পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর
দ্বিতীয় (যৌথভাবে)
লালবানু

লালবানু হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলার নয়ানগর গ্রামের বাসিন্দা। কিশোরী বয়সেই বিয়ে। তারপর চার সন্তানের মা। ৬ সদস্যের পরিবারে কৃষিশ্রমিক স্বামীর আয়ে সংসারে খাদ্য জুটানোও কঠিন ছিলো। ২০১৭ সালে 'হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প' এর সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। শুরু হয় জীবন বদলে যাওয়ার গল্প।

হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলার নয়ানগর গ্রামের লালবানু সংসারের হাল ধরে পারিবারিক জীবন থেকে 'দরিদ্র' পরিচয়টি দূর করে দিয়েছেন। অথচ জন্ম থেকেই পিতা মাতার সংসারে দেখেছেন অভাব। পঞ্চম শ্রেণিতেই লেখাপড়া শেষ। কিশোরী বয়সেই বিয়ে হয় এক কৃষিশ্রমিকের সঙ্গে। চার সন্তানসহ ৬ সদস্যের পরিবারে খাদ্যকষ্ট বাড়তে থাকে। ২০১৭ সালে 'হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের' মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা পুকুর সার্ভে করতে গেলে লালবানুর সঙ্গে পরিচয় হয়। তারা তাকে সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করেন।

'বসতবাড়ী পুকুরে মৎস্য চাষ' কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭ সালে লালবানুকে তিনবছরমেয়াদী প্রায় দুই লাখ টাকা সুদবিহীন ঋণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় পুকুর প্রস্তুতি, পোনা মজুদ পদ্ধতি, খাদ্য প্রয়োগ, বিভিন্ন রোগবালাই দমন প্রভৃতি বিষয়ে। প্রশিক্ষণ শেষে তিনজন সহযোগী সদস্যকে নিয়ে ১৩০ শতক পুকুরে শুরু হয় লালবানুর নেতৃত্বে মৎস্যচাষ কার্যক্রম।

প্রথম বছরেই লাভের মুখ দেখেন লালবানু। এরপর প্রতিবছর লাভ বাড়তে থাকে। লালবানু মাছ চাষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাহসও অর্জন করেন। ২০২১ সালে আরো দুটি পুকুর ইজারা নেন। আয় বাড়ানোর জন্য মৎস্যচাষ ছাড়াও গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন এবং সবজি চাষে মোটা অংকের টাকা বিনিয়োগ করেছেন। মজবুত করে বাড়ি নির্মাণ করেছেন।

লালবানু কেবলি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাননি, কর্মোদ্দীপনা, দক্ষতা ও সাংগঠনিক যোগ্যতায় তিনি সফল মৎস্য চাষী হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৮ সালে আজমিরীগঞ্জ উপজেলায় সফল ও শ্রেষ্ঠ মাছচাষী হিসেবে লালুবানু নির্বাচিত হন। উপজেলা প্রশাসন তাকে সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করেছে।

লালবানুর পরিবারে অভাব, অর্থ বা খাদ্যকষ্ট এখন হারানো দিনের গল্প। ইতিমধ্যে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। এক ছেলে ও এক মেয়ে কলেজে পড়ছে। তিনি ভবিষ্যতে মৎস্য চাষ কার্যক্রম আরো বাড়াতে চান। শুধু অসহায় নারীরাই নয় অনেক বেকার, হতাশ যুবকও তার কাছে পরামর্শ নিতে আসেন। অসাধারণ সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২-এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি উন্নয়ন সেক্টরে লালবানু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

লালবানু তার দিনবদলের সহযোগী হিসেবে এলজিইডির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর
দ্বিতীয় (যৌথভাবে)
সালমা নজরুল

সালমা নজরুল মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার বলধরা ইউনিয়নের ঐতিহাসিক গোলাইডাঙ্গা গ্রামের মেয়ে। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় বিয়ে করেন বাবা-মায়ের অসম্মতিতে। স্বামীও তখন ছাত্র। শ্বশুর বাড়িতে আর্থিক টানাপড়েন আর কাজের চাপে বন্ধ হয় লেখাপড়া। সংসার ও সন্তানদের লালন-পালন করার মাঝে ১২ বছর পর লেখাপড়া শুরু করে এসএসসি পাস করেন। ২০০৬ সালে আত্রাইল বিল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্য হয়ে প্রশিক্ষণ নেন। এখন নানান সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত তিনি।

মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার বলধরা ইউনিয়নের গোলাইডাঙ্গা ঐতিহাসিক এক গ্রাম। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ২৯ অক্টোবর গোলাইডাঙ্গায় সম্মুখযুদ্ধে ৮৩ জন পাকিস্তানী সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়। হানাদারমুক্ত হয় সিঙ্গাইর এলাকা। ঐতিহাসিক এই গ্রামেই জন্ম নেন সালমা। জীবনযুদ্ধে তিনি অনুস্মরণীয় লড়াকু, যিনি কিশোরী বয়স থেকে হার না মানা লড়াই চালিয়ে এখন একজন স্বাবলম্বী নারী।

সালমা সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় বিয়ে করেন বাবা মায়ের অসম্মতিতে। তখন তার পনের বছর বয়স। স্বামীও তখন ছাত্র। সংসারের নানান কাজ সালমার কাঁধে পড়ে। আর্থিক টানাপড়েন আর কাজের চাপে বন্ধ হয় তার লেখাপড়া। কিন্তু মনের গভীরে শিক্ষাগ্রহণের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখেন তিনি। সংসার জীবনের ১২ বছর পর তিনি আবারো লেখাপড়া শুরু করে এসএসসি পাস করেন।

সালমা সংসারের যাবতীয় কাজের মাঝে টিউশন করে উপার্জন করতেন। বরাবরই স্বপ্ন দেখতেন নিজেই কিছু করবেন। কয়েক বছর পর তার পরিচয় ঘটে আত্রাইল বিল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির। ২০০৬ সালে সমিতির সদস্য হন। শুরুতেই প্রশিক্ষণ নিয়ে শেখেন সেলাই, ব্লক-বাটিকের কাজ। তার কাজের সুনাম ছড়ালে আরো সাহস পেয়ে দেড় লাখ টাকা ঋণ নিয়ে ব্লকের কাজ শুরু করেন। কিন্তু পণ্য বাজারজাত করতে গিয়ে খপ্পড়ে পড়েন অসাধু এক ব্যবসায়ীর। তাতে মোটা অংকের টাকা খোয়া যায়। তবু দমে যাননি সালমা। তিনি গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, কবুতর পালন শুরু করে সাত বছরের পরিশ্রমে তা খামারে পরিণত করেন। গড়ে তুলেছেন বিউটি পার্লার।

উপার্জিত অর্থ দিয়ে কৃষিজমি কিনে তাতে ফসল উৎপাদন করছেন। উন্নত করেছেন বাড়িঘর। এক ছেলে ও মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। আরেক মেয়ে পড়ছে। সামাজিক নানান প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত তিনি। অসাধারণ সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২-এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি উন্নয়ন সেক্টরে সালমা নজরুল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

এলজিইডির সহযোগিতা এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি দিয়ে জীবনযুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন সালমা নজরুল। হয়ে উঠেছেন আত্মনির্ভরশীল ও স্বনির্ভতার প্রতীক। তার জীবনযুদ্ধে এলজিইডির অবদানকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন।

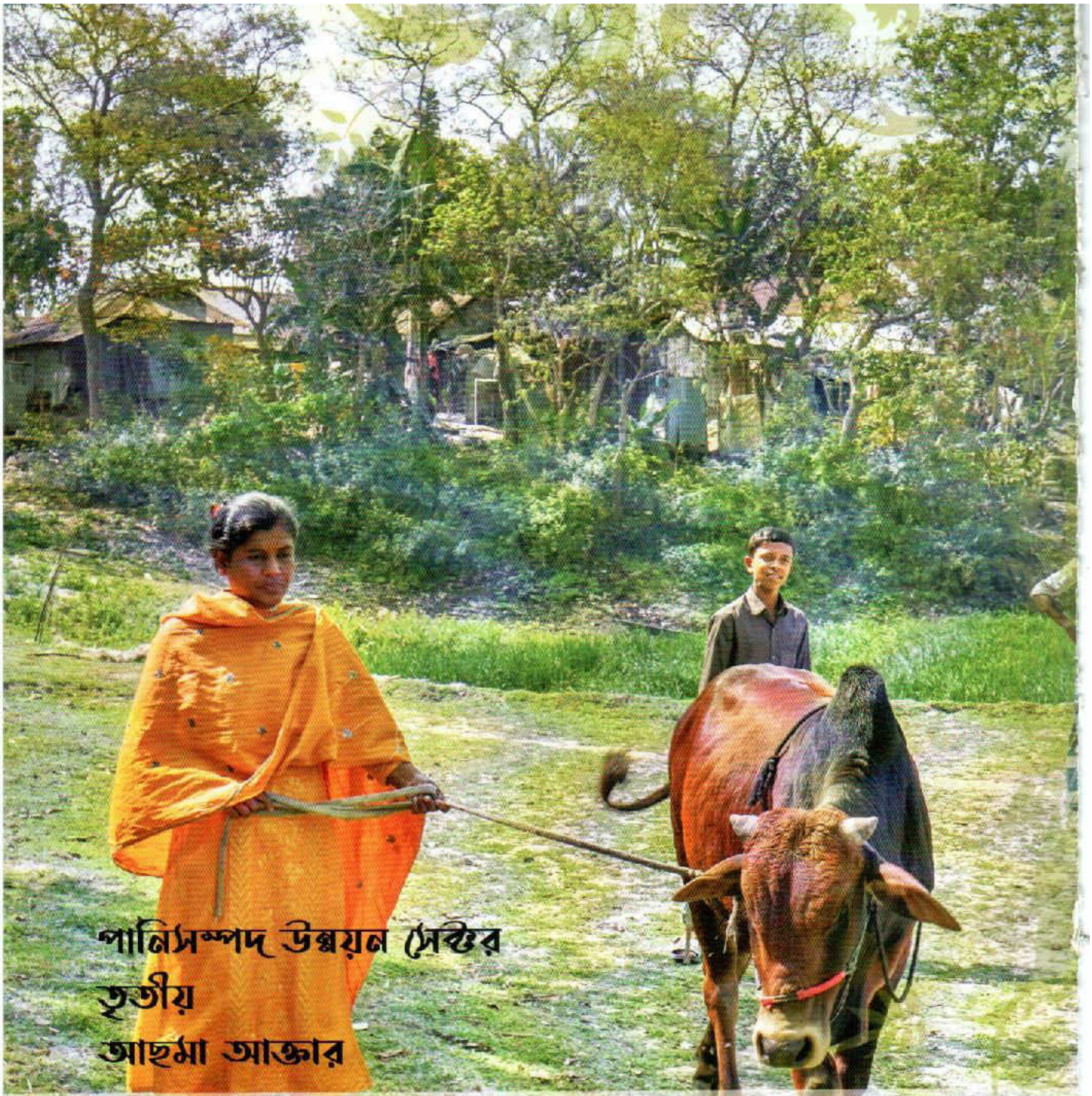

পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর
তৃতীয়
আছমা আক্তার

আছমা আক্তার কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার বড়িবাড়ি ইউনিয়নের বড়িবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা। মাত্র ১৫টি হাঁস তার জীবন বদলে দিয়েছে। দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় বিয়ে আর মাত্র ২৫ বছর বয়সে বিধবা হন। শ্বশুর বাড়ি থেকে তিন মাসের শিশু সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে আসতে হয়। ২০১৫ সালে পরিচয় হয় 'হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প-হিলিপ' এর মাঠকর্মীর সঙ্গে। সেইদিন পেয়ে যান নতুন পথের দিশা।

আছমা বেগমের জীবনের পরতে পরতে আছে শুধু পরিশ্রম। মাত্র ১৫টি হাঁস তার জীবন বদলে দিয়েছে রূপকথার মতো। কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার বড়িবাড়ি ইউনিয়নের বড়িবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা আছমা এখন কঠোর পরিশ্রমী ও স্বাবলম্বী নারীর দৃষ্টান্ত।

দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় বিয়ে হয় আছমার। স্বামীর আয় তেমন না থাকায় শ্বশুরের সংসারে এক সন্তানসহ অনেক কষ্টে দিন কাটছিলো। বিয়ের ৮ বছর পরেই গ্রামের সামাজিক দ্বন্দ্বে নিহত হন স্বামী; ২৫ বছর বয়সে বিধবা হন আছমা। শ্বশুর বাড়িতে দুর্দশা বাড়ায় নিরুপায় হয়ে তিন মাসের সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে আসেন। তারপর শিশুদের প্রাইভেট পড়ানো ও দর্জির হেলপারের কাজ শুরু করেন। এতে তেমন উপার্জন না হওয়ায় নতুন কাজের সন্ধান করতে থাকেন। এক সময় পেয়ে যান নতুন পথের দিশা। ২০১৫ সালে এলজিইডির 'হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প-হিলিপ' এর সন্ধান পান। কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি) -এর সদস্য হন তিনি। এরপর প্রকল্প থেকে হাঁস পালনের প্রশিক্ষণ নেন। আছমাকে হাঁস পালন প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য ১৫টি হাঁস দেওয়া হয়।

হাঁসের বয়স ৬ মাস হওয়ার পর মাসে তিন শতাধিক ডিম পেতেন। ডিম বিক্রির টাকা দিয়ে আরও ১৫টি হাঁস কেনেন। দিনে দিনে তার আয় বাড়তে থাকে। নিষ্ঠা ও দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ হিলিপ প্রকল্প থেকে তাকে একটি সেলাইমেশিন উপহার দেওয়া হয়। এরপর সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ নিয়ে হাঁস পালনের পাশাপাশি দর্জির কাজও চালিয়ে যান। বসতভিটার পাশে পতিত জমিতে শাকসবজির চাষ শুরু করেন।

আছমার আয় ও সঞ্চয় বাড়তে থাকে। শুরু করেন গরু-ছাগল পালন। ঘরবাড়ি ঠিক করেন। নানান সামগ্রীতে সংসার সাজান। উপার্জন বাড়ায় ভাইকে অটোরিকশা কিনে দিয়েছেন। ক্ষুদ্র ব্যবসাতেও বিনিয়োগ করেছেন। তার ছেলে বর্তমানে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছে। আছমার স্বপ্ন ছেলেকে উচ্চ শিক্ষিত করে প্রতিষ্ঠিত করা।

আছমা বাল্য বিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন কমিটির সদস্য। তিনি বড়িবাড়ি গ্রাম উন্নয়ন কমিটিরও সদস্য। অসাধারণ সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২-এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি উন্নয়ন সেক্টরে আছমা আক্তার তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

আছমা তার দুর্দিনের পথ চলার দিশারী হিসেবে এলজিইডির প্রতি কৃতজ্ঞ এবং এলজিইডিকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এলজিইডির প্রকাশনা

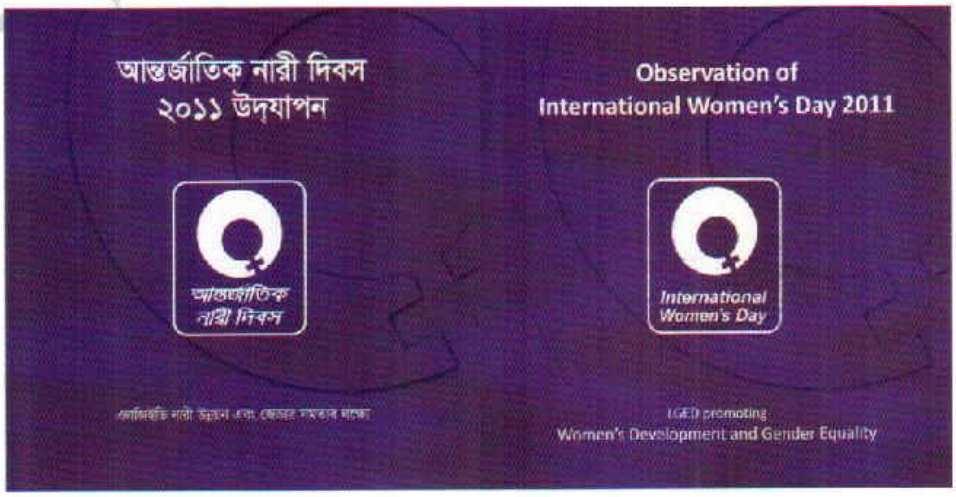

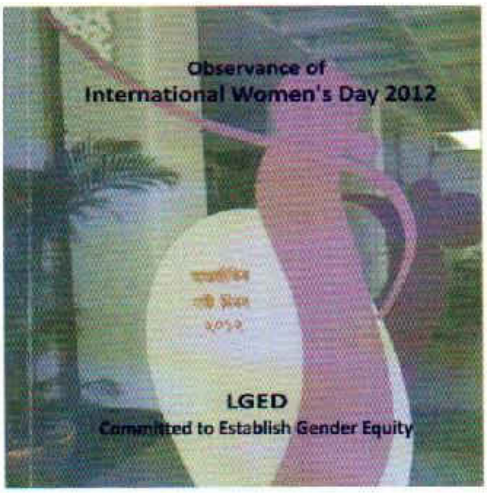

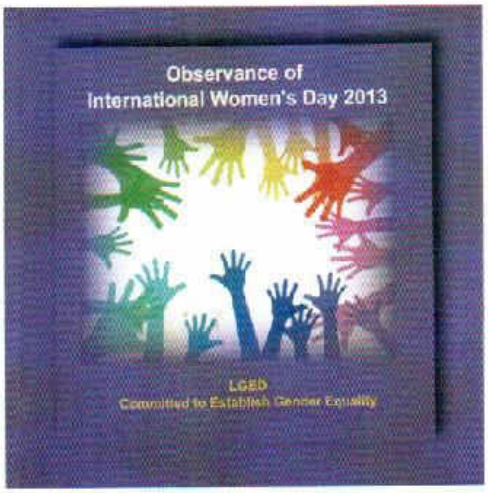

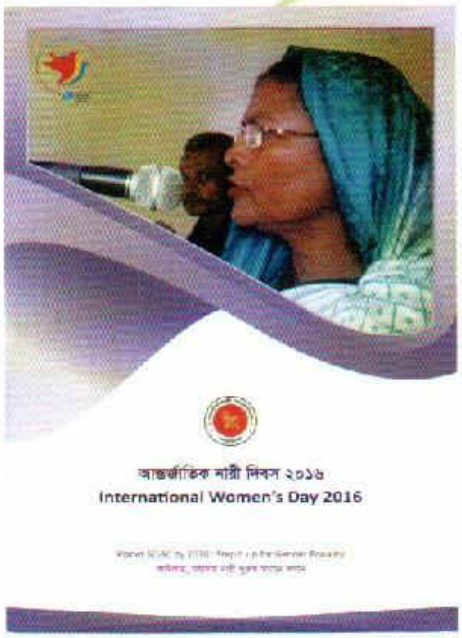
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৬
International Women's Day 2016

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৭
International Women's Day 2017
Be bold for change
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

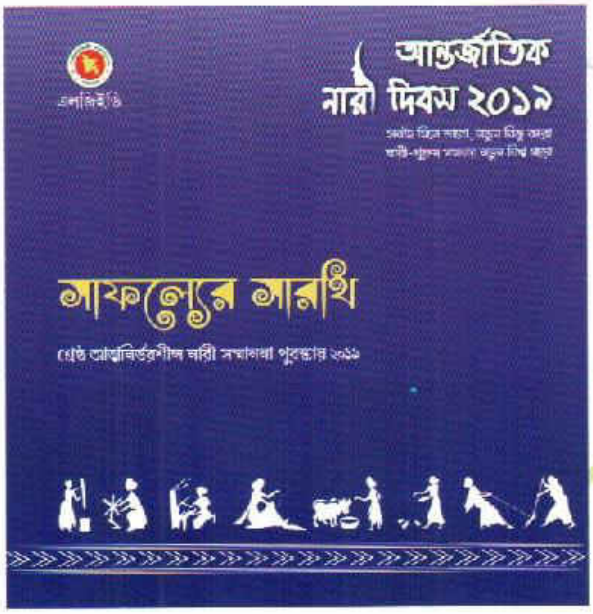
এলজিইডি
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯
সাফল্যের সারথি
শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা পুরস্কার ২০১৯

স্বনির্ভরতা স্মারক
শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা পুরস্কার
আন্তর্জাতিক নারী দিবস

আন্তর্জাতিক
নারী দিবস 2021
সাফল্যের স্মারক
শ্রেষ্ঠ আত্মনিয়ন্ত্রণশীল নারী সম্মাননা ২০২১

এলজিইডিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন

নারী

সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০২২

সন		পল্লি উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	
২০১০	১ম	মোছাঃ সাবেকুন নাহার বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি *	মোছাঃ ফরিদা আক্তার কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা	ইউপিপিআরপি	বীরাঙ্গনা মহালদার ভুমুরিয়া, খুলনা	এসএসডব্লিউআরডিএসপি - ২
	২য়	মোছাঃ জাহানারা বেগম বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	মোছাঃ পেয়ারা বেগম (নূরজাহান) হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা	এসএসডব্লিউআরডিএসপি - ১
	৩য়	মায়ারাণী পাথরঘাটা, বরগুনা	আরআরএমএআইডিপি	মোছাঃ জাহেদা খাতুন শাহজাদপুর পৌরসভা, সিরাজগঞ্জ	ইউজিআইআইপি	মোছাঃ সাহেদা খাতুন পাংশা, রাজবাড়ী	এসএসডব্লিউআরডিএসপি - ১
২০১১	১ম	আছিয়া বেগম পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী	আরডিপি - ১৬	মোছাঃ ফাহিমা আক্তারন হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	মর্জিনা বেগম কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ	এসএসডব্লিউআরডিএসপি - ১
	২য়	চন্দ্রমালা দিরাই, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	আছিয়া কুমিল্লা পৌরসভা	এলপিইউপিএপি	হাজেরা বেগম লক্ষ্মীপুর	এসএসডব্লিউআরডিএসপি - ২
		রোকেয়া বেগম তাহেরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি				
	৩য়	ফুলসুম নোয়াখালী	আরডিপি - ১৬	-	-	-	-
		লাইলি বেগম সদর, ঠাকুরগাঁও	আরহআরএমপি				
২০১২	১ম	মল্লিকা রাণী দাস সুবর্ণচর, নোয়াখালী	আরআরএমএআইডিপি	হাসিনা বেগম শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	ইউজিআইআইপি	মনোয়ারা বেগম কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ	এসএসডব্লিউআরডিএসপি - ১
	২য়	মনোয়ারা বেগম তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	সাবিনা বেগম ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	এসটিআইএমপি - ২	মরিয়ম বেগম লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর	এসএসডব্লিউআরডিএসপি - ২
	৩য়	হিরা বেগম মধুখালি, ফরিদপুর	আরডিপি - ২৪	শিউলি আক্তার জামালপুর সদর, জামালপুর	এসটিআইএমপি - ২	আলেয়া পারভীন তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ	এসএসডব্লিউআরডিএসপি - ১
	৪র্থ	এমিলি রাণী পাথরঘাটা, বরগুনা	আরডিপি - ১৬	সালমা বেগম খুলনা শহর বস্তি এলাকা, খুলনা	ইউপিপিআরপি	আম্বিয়া খাতুন গাংনী, মেহেরপুর	এসএসডব্লিউআরডিএসপি - ২
	৫ম	শাহিনা আক্তার ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ	পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	উম্মে মাকসুমা হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	শিরিন আক্তার পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	এসএসডব্লিউআরডিএসপি - ১
২০১৩	১ম	জাহেদা বেগম রাধাবরিচ, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	শিউলি আক্তার মুসলাবাদ বস্তি, জামালপুর	এসটিআইএমপি - ২	রূপ বানু লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর	এসএসডব্লিউআরডিএসপি - ২
	২য়	সন্ধ্যা রাণী পাথরঘাটা, বরগুনা	আরডিপি - ১৬	সোনিয়া বেগম জালপুর বস্তি, ঢাকা	ইউপিপিআরপি	রানু বেগম বিকোনা গ্রাম, ঝালকাঠি	এসএসডব্লিউআরডিএসপি - ১
	৩য়	কাজি শরমিন মধুখালি, ফরিদপুর	আরডিপি - ২৪	নারগিস বেগম চকমুজার, নওগাঁ	ইউপিপিআরপি	তানজিলা খাতুন সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	এসএসডব্লিউআরডিএসপি - ১
২০১৪	১ম	মোছাঃ আনোয়ারা বেগম দিরাই, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	মোছাঃ রুখছানা পারভিন বগুড়া	ইউপিপিআরপি	মধুরা দ্রং ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	এসএসডব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	২য়	মাহিনুর বেগম গলাচিপা, পটুয়াখালী	আরআরএমএআইডিপি	মোছাঃ সাহেরা বানু পাবনা	ইউজিআইআইপি - ২	জরীনা আখতার ফুলপুর, ময়মনসিংহ	এসএসডব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	সন্ধ্যা রাণী আলিতমারি, লালমনিরহাট	আরআইআইপি - ২	ইতি রানী শীল বাঞ্ছারামপুর	ইউজিআইআইপি - ২	শ্রীমতি সুদেবী মন্ডল টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	এসএসডব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২০১৫		মোছাঃ পেয়ারা বেগম তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	মোছাঃ বুলিনা আক্তার বেনাপোল পৌরসভা, যশোর	ইউজিআইআইপি-২	মোছাঃ কাবিরন নেছা সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	পিএসএসডব্লিউআরএসপি
		মোছাঃ মাহফুজা পারভিন বোয়ালমারী, ফরিদপুর	এসডব্লিউসিআরডিপি	মোছাঃ সাহিমা বেগম নওগাঁ পৌরসভা	ইউপিপিআরপি	ময়না আক্তার শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ	আইডব্লিউআরএম ইউনিট
		ছামেনা রামগতি, লক্ষ্মীপুর	আরআরএমএআইডিপি	শামিমা নাসরিন নরসিংদী পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-২	সুলতানা আক্তার ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	এসএসডব্লিউআরডিপি (জাইকা)

সন	পল্লি উন্নয়ন সেক্টর			নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	
২০১৬	১ম	মোছাঃ রেজিয়া বেগম নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি	মোছাঃ শামসুন্নাহার বরগুনা পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-২	মোছাঃ নুরজাহান সুলতানা মধুকলী, চরিদপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	২য়	মোছাঃ মনোয়ারা বেগম তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	পিবিআরএমপি	মেহেরুন্নিকা ঠাকুরগাঁও পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-২	মকলুদা খাতুন (সোমা) সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	৩য়	মোছাঃ খোদেজা বেগম কলাপাড়া, পটুয়াখালী	সিসিএপি	আনজুমান আরা বেগম কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-২	মোছাঃ ইসমত আরা শিল্পী আক্কেলপুর, জয়পুরহাট	পিএসএসডাব্লিউআরএমপি
২০১৭	১ম	শেফালী বেগম তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	পিবিআরএমপি	আনোয়ারা বেগম কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-২	রত্নবালা দাস অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	২য়	বিলকিস বেগম মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ	আরইআরএমপি-২	হালিমা খাতুন কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-২	বিজ্ঞা খাতুন বিস্রা কলমাকান্দা, নেত্রকোণা	এইচআইএলআইপি
	৩য়	সোনাভান বিবি সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা	আরইআরএমপি	ইসলাম খাতুন বান্দরবান পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-২	পারুল বেগম পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	পিএসএসডাব্লিউআরএমপি
						মোছাঃ মকজকুরা বেগম গোদাগাড়ী, রাজশাহী	পিএসএসডাব্লিউআরএমপি
২০১৮	১ম	ললিতা রায় তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	পিবিআরএমপি	বিউটি আক্তার বান্দরবান পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-২	নুসরাত বেগম স্বপ্না সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ	এইচএফএমএলআইপি
	২য়	মোছাঃ মরিয়ম বেগম পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	আরইআরএমপি-২	তাজনাহার আক্তার লাকসাম পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-২	রোজিনা আক্তার ফুলপুর, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	কুদ বানু বিয়ানীবাজার, সিলেট	আরইআরএমপি-২	মোছাঃ লাকী খাতুন নাগেশ্বরী পৌরসভা	এনডব্লিউইডিইপি	করফুন্নেছা বানিয়াচং, হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
২০১৯	১ম	রাহেলা বেগম লাহফগাড়ু, রাজৈর মাদারীপুর	পিসিআরআইপি	শিউলী রানী দে বেনাপোল, যশোর	ইউপিআইআইপি-৩	মোছাঃ মরতুজা বেগম হাজামপুর, আজমিরীগঞ্জ হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	২য়	মোছাঃ ফরিদা ইসলাবাড়ী, দিঘাপতিয়া, সদর, নাটোর	আরইআরএমপি-২	জমিলা বেগম সুজানপুর, বীরগঞ্জ দিনাজপুর	নদীদুর্গ	ইতি সুলতানা বানেশ্বরদী, নগরকান্দা ফরিদপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	স্মৃতি কণা মন্ডল জয়গ্রাম আটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ	পিসিআরআইপি	শিলি আক্তার বাবিলপুর পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-২	নুরজাহান বিবি পাতন্দর, তানোর, রাজশাহী	পিএসএসডাব্লিউআরএমপি-২
						মায়া রানী বিশ্বাস ঠাকুর বাথাই, ফুলপুর ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২০২০	১ম	আঙ্গুরা আক্তার নেত্রকোণা সদর	আরইআরএমপি-২	রুবি আক্তার বান্দরবান পৌরসভা, বান্দরবান	ইউজিআইআইপি	রজিনা আক্তার পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ	এইচআরএফএমএলডিপি
	২য়	অনিতা রাণী কলাপাড়া, পটুয়াখালী	পিআরআরআইপি	মোসাঃ লাকী বেগম বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া	সিটিইআইপি	লিপি বেগম সরিষাবাড়ি, জামালপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	মোছাঃ লাভলী বেগম জয়পুরহাট সদর	ক্লিমআরসিএমএপি	রাফেজা আক্তার ফুলপুর পৌরসভা, ময়মনসিংহ	নদীদুর্গ	মোছাঃ ছাবিনা বেগম মহাদেবপুর, নওগাঁ	পিএসএসডাব্লিউআরএমপি
২০২১	১ম	আঁখি আক্তার সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি-২	রাজিয়া খাতুন সদর পৌরসভা, যশোর	ইউজিআইআইপি-৩	মোছাঃ জেসমিন আক্তার সরিষাবাড়ি, জামালপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি-২
	২য়	ফরিদা বেগম ফুলছড়ি, গাইবান্ধা	প্রত্যাশী	লিপি রাণী চাকলাদার ফুলপুর পৌরসভা, ময়মনসিংহ	নদীদুর্গ	স্বপ্না আক্তার মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা	এইচআইএলআইপি ও কাজিন
	৩য়	তাহমিনা বেগম সদর, গোপালগঞ্জ	আরইআরএমপি-২	মুনিরা বেগম চৌগাছাবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-৩	রোজিনা আক্তার নবীনগর, বি. বাড়িয়া	এইচআইএলআইপি
২০২২	১ম	হেনা বেগম সদর উপজেলা, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি-২	জাহানারা খাতুন ফুলপুর, ময়মনসিংহ	নদীদুর্গ	লুনা কবির কালকিনি, মাদারীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি-২
	২য়	মদিনা বেগম ফরিদা উইমেন, সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি-২	অর্চনা ঠাকুর উপজেলা পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-৩	লালবানু আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
		মোছাম্মৎ আমেনা বেগম ফুলছড়ি, গাইবান্ধা	প্রত্যাশী			সালমা নজরুল সিরাজদি, মানিকগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিপি
	৩য়	মোছাম্মৎ হাসনা বেগম সদর, কুড়িগ্রাম	প্রত্যাশী	মোসাম্মৎ রেখা জয়পুরহাট পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-৩	আছমা আক্তার ইটনা, কিশোরগঞ্জ	এইচআইএলআইপি

২০১০ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত যে সকল প্রকল্প সহায়তায় শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী নির্বাচিত হয়েছে সেসব প্রকল্পের নাম:

পল্লী উন্নয়ন সেক্টর

সিসিএপি	-	ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাডাপটেশন প্রজেক্ট
সিবিআরএমপি	-	কমিউনিটি বেইজড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট
সিসিআরআইপি	-	কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প
সিআরআরআইপি	-	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট
আরআরসিএমপি	-	রুরাল রোড এন্ড কালভার্ট মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম
আরডিপি ১৬	-	রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ১৬
আরডিপি ২৪	-	রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ২৪
আরইআরএমপি	-	রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড রোড মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম
আরইআরএমপি ২	-	রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড রোড মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম ২
আরআইআইপি ২	-	সেকেন্ড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
আরআরএমএআইডিপি	-	রুরাল রোড এ্যান্ড মার্কেট এক্সেসেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
এসডাব্লিউবিআরডিপি	-	সাউথ ওয়েস্ট বাংলাদেশ রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	-	রাজস্ব বাজেটের আওতায় পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি

নগর উন্নয়ন সেক্টর

সিটিইআইপি	-	কোস্টাল টাউন এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প
এলপিইউপিএপি	-	লোকাল পার্টনারশীপ ফর আরবান পোভার্টি এলিভিয়েশন প্রজেক্ট
নবীদেপ	-	নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (নবীদেপ)
এনওবিআইডিইপি	-	নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
এসটিআইএফপিপি ২	-	সেকেন্ডারি টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রোটেকশন প্রজেক্ট ২
ইউপিপিআরপি	-	আরবান পার্টনারশীপ ফর পোভার্টি রিডাকশন প্রজেক্ট
ইউজিআইআইপি	-	আরবান গভর্নেন্স এ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
ইউজিআইআইপি ২	-	সেকেন্ড আরবান গভর্নেন্স এ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট

পানি সম্পদ সেক্টর

এইচআইএলআইপি (হিলিপ)	-	হাওর ইনফ্রাস্ট্রাকচার এ্যান্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
এইচএফএমএলআইপি	-	হাওর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
আইডাব্লিউআরএম ইউনিট	-	ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট
এইচআরএফএমএলডিপি	-	হাওর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড লাইভলিহুড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
পিএসএসডাব্লিউআরএসপি	-	পার্টিসিপেটরি স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস সেক্টর প্রজেক্ট
এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১	-	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সেক্টর প্রজেক্ট ১
এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২	-	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সেক্টর প্রজেক্ট ২
এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা ১)	-	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ১

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য: ২০১০-২০২২

২০১০	নারী-পুরুষের সমসুযোগ, সমঅধিকার দিন বদলের অগ্রযাত্রায় উন্নয়নের অঙ্গীকার
২০১১	শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমসুযোগ: নিশ্চিত করবে নারীর কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন
২০১২	কিশোরী তরুণী বালিকা মিলাও হাত গড়ে তোলো সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ
২০১৩	নারীর তথ্য পাওয়ার অধিকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার
২০১৪	অগ্রগতির মূলকথা নারী পুরুষ সমতা
২০১৫	নারীর ক্ষমতায়ন, মানবতার উন্নয়ন
২০১৬	অধিকার, মর্যাদায় নারী-পুরুষ সমানে সমান
২০১৭	নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা বদলে যাবে বিশ্ব, কর্মে নতুন মাত্রা
২০১৮	সময় এখন নারীর: উন্নয়নে তারা বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরে কর্ম-জীবনধারা
২০১৯	সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো
২০২০	প্রজন্ম হোক সমতার সকল নারীর অধিকার
২০২১	করোনাকালে নারী নেতৃত্ব গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব
২০২২	টেকসই আগামীর জন্য জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য

এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
www.lged.gov.bd